পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

২ ভাদ্র ১৩৯৯ ❑ ১৯ অগস্ট ১৯৯২ ❑ ১৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ■
তিমি-হাঙরের দেশে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
পাণ্ডব গোয়েন্দা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৩৩
স্বপ্নের বাগান সমরেশ মজুমদার ৭৫
■ গল্প ■
কুশলের সাইকেল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৬
অন্ধকারে টুবুন সমীর ঘোষ ২৬
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
ভিডিও গেমস্‌ শমীক বসু, সিদ্ধার্থ সেন ১৪
■ কমিক্স ■
আর্চি ৩১, গাবলু ৩২, রোভার্সের রয় ৫১, টিনটিন ৫৩, টারজান ৭১, হি-ম্যান ৭৪
■ মহাকাশবিজ্ঞান ■
জাপান ওড়াবে স্পেস শাটল বিমল বসু ৯
■ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ■
রোবট চালাবে বাইসাইকেল গৌতম হাজরা ৩০
■ বিজ্ঞান : গবেষণা ■
পঙ্গপালের জন্য মধুসূদন ঘাটী ৭৩
■ পক্ষিবিজ্ঞান ■
রয়াল স্পুনবিল... অভীক রায় ১১
■ অ্যাডভেঞ্চার ■
ঝড়ঝঞ্ঝা, অবিরাম তুষারপাত... অঞ্জন সিকদার ৫৫
■ কেরিয়ার গাইড ■
সাইকোলজি, হোম সায়েন্স... অমর দাশ ৩৬
■ কবিতা ■
ছোট্ট সে নেই বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ৬৪
■ খেলাধুলো ■
কিং অব ইংলিশ চ্যানেল হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ৩৮
ইভানেসেভিচকে জয়ী দেখতে চাই তানাজি সেনগুপ্ত ৪৫
কুবার্তা যাঁর কাছে ঋণী সুজাতা বসু ৪৬
ওলিম্পিকের খবর ৪৭, খেলার খবর ৪৮
রঙিন পোস্টার : গোরান ইভানেসেভিচ ৪১
■ নিয়মিত বিভাগ ■
চিঠিচাপাটি ৫, আঁকিবুকি ৮, হাসিখুশি ৮, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, শব্দসন্ধান ৬৮, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ন' টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১৪

সত্তরের দশকে ইলেকট্রনিক্স খুলে দিল এক নতুন দিগন্ত। কম্পিউটার, যা এতদিন বন্দি ছিল ল্যাবরেটরিতে, তা প্রায় ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেল মানুষের। বিখ্যাত কোম্পানি 'আটারি'র প্রতিষ্ঠাতা নোলান বুশনেলের মাথায় এল এক নতুন পরিকল্পনা। 'পঙ' নামে একটি নতুন খেলা তিনি বাজারে নিয়ে এলেন। বলা যেতে পারে, ভিডিও গেমসের ইতিহাসে এটিই প্রথম খেলা। তারপর অনেক পরিবর্তন এসেছে ভিডিও গেমসের জগতে। এখন সারা পৃথিবীতে বহু কিশোর-কিশোরী এই খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। এই খেলা বাড়িয়ে দেয় উপস্থিত বুদ্ধি, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা ও ধৈর্য। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে ভিডিও গেমসের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা হল।

৩৮

ইংলিশ চ্যানেল শুধু এখনকারই নয়, অতীতের সাঁতারুদের কাছেও ছিল এক চ্যালেঞ্জ। এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়েছিলেন ব্রজেন দাস। সেবার উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। একসময় কুয়াশার মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু সাহসী ব্রজেন দাস সব প্রতিকূলতাকে জয় করেছিলেন। একাধিকবার তিনি ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে অসাধারণ এক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। দূরপাল্লার সাঁতারুদের তিনি আদর্শ।

৩০

কষ্ট করে সাইকেল চালানো শিখতে হয়। প্রথম প্রথম ভারসাম্য রাখাটাই কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু রোবট যখন সাইকেল চালায়, তাকে এই সমস্যায় পড়তে হয় না। স্বয়ংসম্পূর্ণ সাইকেল-আরোহী রোবট সম্প্রতি জাপানের একটি কোম্পানি তৈরি করেছে। দূর থেকে রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

■ আগামী সংখ্যায় ■

শুরু হচ্ছে
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস
শিউলি

প্রচ্ছদকাহিনী
ছদ্মবেশের আড়ালে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
তিমি-হাঙরের দেশে

মিঠু মাইতির বিশ্ববিচিত্রা
এক-একটা ঘুড়ি ওড়াতে চাই শ'খানেক লোক

খেলাধুলো

কিং অব ইংলিশ চ্যানেল

অবিভক্ত বাংলার খ্যাতকীর্তি সাঁতারু ব্রজেন দাসের কথা

লিখেছেন **হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়**

ইংলিশ চ্যানেল শুধু এখনকারই নয়, অতীতের সাঁতারুদের কাছেও ছিল এক বিস্ময়। আজও বিশ্ব-সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন, এমন কোনও সাঁতারু যদি ইংলিশ চ্যানেল পেরোতে চান তা হলে তিনি সংবাদপত্রে সম্মানজনক জায়গায় স্থান করে নেন। এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রথম অবিভক্ত বাংলার সাঁতারু ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। ১৯৩১ সালের ৯ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গ্রামে ব্রজেন দাসের জন্ম। বাবা হারেন্দ্রকুমার দাস। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে ব্রজেন দাস সর্বকনিষ্ঠ। ঢাকার কে. এল. জুবিলি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় মেজদা ধীরেন দাসের তত্ত্বাবধানে সাঁতারে হাতেখড়ি হয় তাঁর। সেইসময় বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী ইলা ঘোষ এক প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ঢাকায় আসেন ও তাঁর সাঁতার কাটার পদ্ধতি দেখে কলকাতায় চলে আসবার পরামর্শ দেন। ব্রজেন দাস জীবনে প্রথম সাফল্য পান ১৯৪৪ সালে। ওই বছর তিনি ঢাকার ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর তিনি কলকাতায় এসে সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁকে হেদুয়ার সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে নিয়ে যান প্রফুল্ল ঘোষ। ১৯৪৭, '৪৮, ৪৯, '৫০—এই চার বছর ব্রজেন দাস ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে কখনও দ্বিতীয়, কখনও তৃতীয় হন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে একটি দুঃখজনক ঘটনার শিকার হয়ে রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি। দুঃখে-অভিমানে ঢাকায় ফিরে যান ব্রজেন দাস।

সেইসময় ঢাকায় কোনও স্বীকৃত সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না। ব্রজেন দাসের উদ্যোগে ঢাকায় সরকারিভাবে স্বীকৃত সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রথম বছর তিনি প্রতিযোগিতার আটটি বিভাগের মধ্যে ছ'টি বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। পরের বছর অর্থাৎ '৫৩ সালে পাকিস্তান সুইমিং ফেডারেশন আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার সাঁতারে তাঁকে বিশেষ অজুহাতে প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। তারপরেও বেশ কয়েকবার নানা কারণে তিনি জাতীয় দলে স্থান পাননি। একসময় তিনি ঠিকই করেছিলেন সাঁতার থেকে সরে যাবেন। ঠিক এই সময়ই ১৯৫৬ সালে সংবাদপত্রে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সময় মিহির সেনের ব্যর্থতার খবর পেলেন। ব্রজেন দাস উৎসাহে টগবগ করে উঠলেন। তিনি একবার চেষ্টা করে দেখবেন পারেন কি না।

তৃতীয়বার ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার আগের মুহূর্ত

ইংলিশ চ্যানেল পেরোনোর পর ব্রজেন দাসের শুশ্রূষা করছেন আরতি সাহা, শচীন নাগ এবং অরুণ গুপ্ত

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এই ব্যাপারে তিনি যোগাযোগ করলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্পোর্টস ফেডারেশনের সম্পাদক এস.এ. মহসিনের সঙ্গে, যিনি বাংলাদেশের ক্রীড়ামহলে 'সাজু ভাই' নামে পরিচিত। শুরু হল কঠোর অনুশীলন। এরই মধ্যে কলকাতায় এসে মিহির সেনের কাছ থেকে তিনি জেনে গেলেন প্রতিযোগিতার খুঁটিনাটি বিষয়।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাস। প্রথম ট্রায়ালে

ফোকস্টোনে মেয়র আয়োজিত সংবর্ধনা-সভায়

বাংলাদেশের কবি শামসুর রাহমান ও [illegible] ব্রজেনদাসের সঙ্গে

তখন সুইমিং পুলে এক নাগাড়ে ১২ ঘণ্টা সাঁতার কাটলেন। তারপর ঐ বছর ২২ সেপ্টেম্বর একনাগাড়ে ৪৮ ঘণ্টা সাঁতার কাটলেন তিনি। সুইমিং পুলের চারপাশে মেলা বসে গেল। তিনি সাধারণ সাঁতার কাটেন কিনা দেখার জন্য অনেকে আবার পুলের ধারে বসে থাকেন। পুলের সীমানার বাইরে সাঁতার কাটার উদ্দেশে ১৯৫৮ সালের ১৮ মার্চ হাজার-হাজার মানুষকে সাক্ষী রেখে রাত আড়াইটের সময় [illegible] শুরু করলেন তাঁর অভিযাত্রা, নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর। শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, মেঘনার

ব্রাজিলের প্রখ্যাত সাঁতারু আবলার্টো আমারান্টো অভিনন্দন জানাচ্ছেন ব্রজেন দাসকে

ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন সাঁতারু। হঠাৎ কালবৈশাখী তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সাহায্য করবার জন্য যে লঞ্চটি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে এগোচ্ছিল সেটি ডুবে গেল ঝড়ের দাপটে। তবুও ব্রজেন দাস নাছোড়বান্দা। লক্ষ্যে না পৌঁছে তিনি জল থেকে উঠবেন না। অবশেষে ১৩ ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর লক্ষ্য থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে তিনি জল থেকে উঠে আসতে বাধ্য হন। লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও ঢাকা চ্যানেল ক্রসিং কমিটির কোনও সন্দেহই রইল না যে, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার পক্ষে তিনি উপযুক্তভাবে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছেন। কমিটির প্রচেষ্টায় সংগৃহীত প্রয়োজনীয় অর্থ ও ম্যানেজার হিসেবে এস.এ. মহসিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি লন্ডনে পৌঁছলেন। সেই সময় মিহির সেনও সেখানে ছিলেন। অনুশীলন এগিয়ে চলে অবিরাম গতিতে। এই সময় তিনি ইতালি ও মিশরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ৩৩ কিলোমিটার দূরত্বের এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্যের দিকে প্রথম স্থান বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পাশেই একটি নৌকোয় ছিলেন ম্যানেজার এস.এ. মহসিন। স্থানীয় পথ-প্রদর্শকদের চক্রান্তের জন্য কিছুটা ভুল পথে যাওয়ার ফলে প্রথম স্থান লাভ করতে পারেননি।

অবশেষে সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান হল। ১৯৫৯ সালের ১৮ অগাস্ট প্রতিযোগীদের, ডোভার থেকে বাস, তারপর প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হল চ্যানেলের অপর প্রান্তে। রাত বারোটার সময় প্রস্তুত হতে বলা হল প্রতিযোগীদের। রাত একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে যাত্রা শুরুর সংকেত হিসেবে পিস্তল গর্জে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রজেন দাস ঝাঁপিয়ে পড়লেন চ্যানেলের জলে। ২৩টি দেশের উনচল্লিশ জন প্রতিযোগী তখন এগিয়ে চলেছেন তাঁদের লক্ষ্যের দিকে।

হঠাৎ কন্ট্রোল রুমের বিপদ-সংকেতের জন্য নির্ধারিত লাল আলো জ্বলে উঠল, ১৯ নম্বর প্রতিযোগী ব্রজেন দাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে-সঙ্গে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল ব্রজেন দাসের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার খবর। শেষকালে প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল, ইংলিশ চ্যানেলের জোয়ারের জল এশিয়ার প্রথম সাঁতারু হিসেবে ব্রজেন দাসকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। কেন এরকম অবস্থা হয়েছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, "বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পড়েনি।" অভিনন্দন আর শুভেচ্ছাসূচক টেলিগ্রামের পাহাড় জমে উঠল। কিন্তু ব্রজেন দাসের চোখের সামনে তখন শুধু ভেসে উঠেছে দেশের ছবি ও প্রিয়জনদের মুখ। এর পর আর পেছনে ফেরা নয়, শুধু এগিয়ে চলা। ১৯৬১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ব্রজেন দাসের জীবনের আর এক স্মরণীয় দিন। সারারাত সাঁতার কাটবার পর ভোর হওয়ার কিছুক্ষণ আগে বাঙালি তথা প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে বিশ্বরেকর্ড করেন ব্রজেন দাস। মিশরের সাঁতারু আবদুল এল রহিমের ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের দশ বছরের বিশ্বরেকর্ড অবলীলায় ভেঙে দেন। ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে। দু'বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার দুর্লভ সম্মান এশীয়বাসী হিসেবে এখনও ব্রজেন দাসের দখলে। এ ছাড়াও তিনি ইতালিতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক মানের দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে আর-একটি বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হন। ১৯৮৬ সালে ওয়ার্ল্ড চ্যানেল ক্রসিং কমিটি সাঁতারু ব্রজেন দাসকে চিহ্নিত করেছেন 'কিং অব চ্যানেল' হিসেবে। এক্ষেত্রেও প্রথম এশীয়বাসী হিসেবে তো বটেই, তিনি হলেন বিশ্বের তৃতীয় মানুষ, যাঁকে এই অনন্য সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯৮৭ সালে ইসলামাবাদে সাফ গেমস চলার সময় 'কিং অব রিং' ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলির সঙ্গে দেখা হয় কিং অব চ্যানেল ব্রজেন দাসের। রিং-এর রাজা আলির স্মৃতিভ্রমের কথা তো আজ আর কারও অজানা নয়। তাই সাঁতারু ব্রজেন দাসের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আলি বক্সিং করার ভঙ্গিতে তার উত্তর দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ব্রজেন দাস একবার কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সবচেয়ে প্রবীণ সাঁতারু হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে আর-একটি বিশ্বরেকর্ড করার অভিপ্রায়ে তিনি আবার অতীতদিনের মতো ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা অনুশীলন করছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকদের পরামর্শে বাইপাস সার্জারি করাতে হয়। সুস্থ হয়ে তিনি আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন বিশ্বের প্রবীণতম সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে চান। তিনি কেন এই বয়সেও চ্যানেল পার হওয়ার কথা ভাবছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রজেন দাস জানিয়েছেন, "শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ইংলিশ চ্যানেল আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। মনে-মনে সবসময়েই আমি ছুটে যাই মিশমিশে কালো জলের অতলে, যেখানে সাদাসর্বদা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে আমার জন্য অপেক্ষা করছে অক্টোপাস, জেলি ফিশ আর নাম-না-জানা অনেক সামুদ্রিক প্রাণী।" ■